গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০৪.২০-১৫৮

তারিখ : ২২ আশ্বিন ১৪২৭ / ০৭ অক্টোবর ২০২০

বিষয় : বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সেপ্টেম্বর, ২০২০ এর বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) -এ প্রশাসন-৩ শাখায় ৩০.১১.২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : সভার কার্যবিবরণী

০৭.১০.২০২০
(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব
ফোন #:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল : admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) :

সুরক্ষা সেবা বিভাগ :

১. অতিরিক্ত সচিব ....(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
২. যুগ্মসচিব............(সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; এবং
৩. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার অনুরোধসহ।

বিভাগীয় কমিশনার : ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ

অধিদপ্তরসমূহ :

১. মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৩. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৪. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০৪.২০-১৫৮

তারিখ : ২২ আশ্বিন ১৪২৭ / ০৭ অক্টোবর ২০২০

অনুলিপিঃ

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা; এবং
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

X
(মোঃ আবদুল কাদির)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০
সময়	:	বিকাল ০৩.৪০ হতে ০৪.৩০ মিনিট
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন সভাপতি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। এছাড়া এ বিভাগসহ যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। নবযোগদানকারী বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা; বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম; বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল; বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট; বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ ও বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। সভাপতি নবযোগদানকারী বিভাগীয় কমিশনারগণকে এ বিভাগে স্বাগত জানান।

সভাপতি বলেন, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়োজিত রয়েছেন। বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর প্রধান ও বিভাগীয় কমিশনারগণ জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানন্নোয়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২। **বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়িকরণ:** বিগত ২৪ নভেম্বর ২০১৯ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়িকরণ করা হয়।

৩। **দপ্তর/অধিদপ্তরওয়ারি আলোচনা :**

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :** • মার্চ, ২০২০ হতে মে, ২০২০ পর্যন্ত ৩৮০টি মাদকবিরোধী সভা/ সেমিনার/ওয়ার্কসপ ও ৬টি মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে; • মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৩০,৯০২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মাদকবিরোধী আলোচনা সভা/শ্রেণি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়নি। • মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ৪০,০০০টি ফেস্টুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে; • দেশের ৫টি বিভাগীয় ও জেলা শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কক্সবাজার, কুষ্টিয়া) p3 Full Colour Outdoor LED Display Billboard স্থাপন করা হয়েছে; • মার্চ, ২০২০ হতে মে, ২০২০-পর্যন্ত মোট ৩টি কারাগারে কারাবন্দিদের মাঝে মাদকবিরোধী গণসচেনতামূলক সভা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে;	• মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, কৌশলগত স্থানে সাইনবোর্ড, LED Billboard স্থাপন ও টিভি-ফিলার প্রদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলমান অনলাইন ক্লাসে মাদকবিরোধী কার্যক্রম তুলে ধরা। • মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড বিভাগীয় এলাকার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

• এ ছাড়া, জেলা প্রশাসনসহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরসমূহে ২০৭টি KIOSK স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম, নাটক-নাটিকা, একক নাটক, ডকুড্রামা, থিমসং ইত্যাদি এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সার্বক্ষণিক প্রচার করা হচ্ছে;

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট
• জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জানান, নভেম্বর, ২০১৯ ও ডিসেম্বর, ২০১৯-এ মাদকবিরোধী ২৩টি সভা-সমাবেশ, ২টি পথসভা, কৌশলগত স্থানে ২টি সাইনবোর্ড ও ২টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে ।

• মানব দেহে মাদক গ্রহণের ফলে ক্ষতিকর দিকসমুহের উপর নির্মিত ৫৫টি ফেস্টুন, ২টি ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

• মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ২০০টি ডিজিটাল ফেস্টুন স্থাপন করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ :
• ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এ ১১টি এলইডি ও ১২টি বিলবোর্ড, ডিসপ্লে লাগানো হয়েছে। ময়মনসিংহ বিভাগে ২,৪৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২,৩৫৩ টি মাদকবিরোধী স্কুল কমিটি গঠন করা হয়েছে।

• ৪টি জেলায় ৪,৫০০টি মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ফেস্টুন জনবহুল এলাকার দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

• ইতোমধ্যে, জেলখানায় মাদকের ক্ষতিকর প্রভাবসম্বলিত ৮০টি ফেস্টুন বিতরণ করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম : এ বিভাগে মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৪৮৩৩টি, তন্মধ্যে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে ৪৮২০টি, উঠান বৈঠক ২৬১টি, মেট্রোপলিটন এলাকা ৩টিসহ প্রতিটি জেলায় ৩টি করে কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা : নড়াইল জেলায় মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে ২০২টি; উঠান বৈঠক ৪৯টি এবং জেলা সদরে ১টি ও গাংনী উপজেলা সদরে ১টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।
</td>
<td>• মাদকদ্রব্য পাচারের পরিবর্তিত/নতুন রুট সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং কঠোর নজরদারির আওতায় আনা।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>খ.</td>
<td>

মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণাঃ
<table>
<tr><th>ক্র.</th><th>বিভাগ</th><th>মাদকমুক্ত উপজেলা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>ঢাকা</td><td>ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ</td></tr>
<tr><td>২</td><td>খুলনা</td><td>মাগুরা জেলার ৪টি উপজেলা এবং নড়াইল জেলার ৩টি উপজেলা</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>চট্টগ্রাম</td><td>নোয়াখালী জেলার কবিরহাট</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>রাজশাহী</td><td>পাবনা জেলার আটঘরিয়া,</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>বরিশাল</td><td>ঝালকাঠি সদর</td></tr>
<tr><td>৬</td><td>রংপুর</td><td>ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর</td></tr>
<tr><td>৭</td><td>সিলেট</td><td>সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর</td></tr>
<tr><td>৮</td><td>ময়মনসিংহ</td><td>শেরপুর জেলার নকলা</td></tr>
</table>
</td>
<td>• যে সকল উপজেলাকে মাদকমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সে সব উপজেলায় এ্যাকশন প্লান অনুযায়ী মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ, বিশেষ অভিযান পরিচালনাসহ মাদকাসক্ত রোগীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা;</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
</table>

গ.

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর প্রচার, মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা :

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর : জুন, ২০২০ হতে আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান:

মাসের নাম	অভিযান	মামলা	আসামি
জুন, ২০২০	৩,৫৬১	৭২৩	৭৬৭
জুলাই, ২০২০	৪,৫০৪	১,১৫৩	১,২২৬
আগস্ট, ২০২০	৭,২০১	১,৯৭৪	২,০৯২
মোট	১৫,২৬৬	৩,৮৫০	৪,০৮৫

বিভাগীয় কমিশনার সিলেট :

- সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় নভেম্বর, ২০১৯-এ মাদকবিরোধী ৯৮টি অভিযান পরিচালনা করে ১৬টি মামলা দায়েরসহ ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।
- **বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী :** ৬৩৯টি অভিযান পরিচালনা করে ২৩২টি মামলায় ৬৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪০০ টাকার মালামাল এবং ২৩৭ জনকে আটক করা হয়।
- **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** আগস্ট, ২০২০-এ ৮৮টি অভিযান পরিচালনা করে ১৯১টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৪৯ হাজার ২০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ১১৯ জনকে অর্থদন্ড, ১২১ জনকে কারাদন্ড ও ৮ জনকে উভয়দন্ড প্রদান করা হয়।
- **বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ :** ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯টি ও অন্যান্য স্থানে ১৮টি মাদকবিরোধী সভা-সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সিদ্ধান্ত/করণীয়:

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ সম্পর্কে সভা-সেমিনারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা;
- মাদকের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি বাস্তবায়নকল্পে মাদকবিরোধী মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান আরো জোরদার করা।
- সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে 'ডোপ টেস্ট' অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রচার করা।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

ঘ.

মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর: ইতোমধ্যে মুন্সিগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এখনো ২০টি জেলায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই।

বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ: ২২টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র চলমান আছে। ২টি নিরাময় কেন্দ্র লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করেছে, যার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগাম: লক্ষ্মীপুর জেলায় ১টি ১০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা: মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে ২৩.১২.২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত/করণীয়:

- ২০টি জেলায়-ঢাকা বিভাগে- ১টি (মুন্সীগঞ্জ), চট্টগ্রাম বিভাগে-৪টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চাঁদপুর), সিলেট বিভাগে-১টি, (সুনামগঞ্জ), খুলনা বিভাগে-৫টি, (বাগেরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মেহেরপুর), বরিশাল বিভাগে-৫টি, (ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), রংপুর বিভাগে-৫টি, (কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) এ সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্টগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা।
- লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ প্রধান

খ.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ;** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** এ পর্যন্ত ৪৪ হাজার ৮০২ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। **বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ :** অগ্নিনির্বাপণ মহড়া, জরুরি উদ্ধার, বহির্গমন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ৪০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ২,৭০০টি ফায়ার ড্রিলের আয়োজনসহ বিভিন্ন এনজিও-এর অর্থায়নে ১,৪৫০ জন স্থানীয় ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** সুনামগঞ্জ জেলায় প্রতিমাসে ১৫-২০টি গণসংযোগ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতি মাসে ৬০ জন করে মোট ২৪০ জনকে অগ্নি দূর্ঘটনা, উদ্ধার ও প্রাথমিক সেবার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ও ডিসেম্বর, ২০১৯ এ সিডিএমপি ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করে ১২০ জন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়। মৌলভীবাজার জেলায় নভেম্বর, ২০১৯-এ ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহড়া এবং জনসচেতনতামূলক ১৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	• এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধির তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
খ.	**দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন :** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :** • Bangladesh National Building Code-অনুযায়ী ২০১৭-এ থেকে আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত বিদ্যমান ভবনগুলোর মধ্যে ৯,৪৪০টি ভবন পরিদর্শনপূর্বক ভবন কর্তৃপক্ষকে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ব্যবস্থাদি বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। • ২০০৯ হতে আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মোট ১৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ৪৯৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫৪,৮২৩টি ফায়ার ড্রিল-এর আয়োজন করা হয়েছে। ৪৬,০৯৪ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৩০টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ৩,১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। • Modernization of Fire Service & Civil Defence প্রকল্পের অধীনে ২২৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৬ প্রকার আধুনিক ও যুগোপোযোগী গাড়ি-পাম্প ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনে সরবরাহ করা হয়েছে।	• "দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা" মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা; • নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-দুর্ঘটনায় জরুরি উদ্ধারকল্পে শক্তিশালী ডুবুরি ইউনিট গঠন করা দরকার। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

গ. জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;

জেলার নাম	মামলা নং	কোর্টের নাম
নবাবগঞ্জ, ঢাকা	রিট পিটিশন নং-৭৩২৭/৭৩২৮/১০	মহামান্য হাইকোর্টে
নকলা, শেরপুর	মামলা নং-১৪/২০০৬	জেলা জজকোর্ট, শেরপুর
পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩	মহামান্য হাইকোর্টে
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া	রিট পিটিশন নং-৫২৭৭/২০১৩	মহামান্য হাইকোর্টে
পাইকগাছা, খুলনা	রিট পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩	মহামান্য হাইকোর্টে
বরিশাল সদর	পিটিশন নং-৩৭৯৭/২০১৫	মহামান্য হাইকোর্টে

- সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করা।

মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

ঘ. ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ;

জেলার নাম	ফায়ার স্টেশনের নাম
১.নারায়ণগঞ্জ	৪টি-সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, পাগলা স্থলকাম নদী ও কাঁচপুর,
২. গাজীপুর	৩টি-কোনাবাড়ী চৌরাস্তা, রাজেন্দ্রপুর, সারাবো (কাশিমপুর)
৩.চট্টগ্রাম	২টি-ভাটিয়ারী ও হালিশহর
৪.নোয়াখালী	১টি-সেনবাগ
৫.কুমিল্লা	২টি-দেবিদ্বার ও ব্রাহ্মণপাড়া
৬.খুলনা	২টি-তেরখাদা ও কয়রা
৭.বরিশাল	জেলায় ১টি-আগৈলঝাড়া
৮.পটুয়াখালী	১টি-দুমকি
৯.সিলেট	১টি-গোয়াইনঘাট
১০.হবিগঞ্জ	১টি-আজমেরীগঞ্জ স্থল কাম নদী

বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসকগণের নিকট প্রেরিত

জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের তালিকা :

১	ঢাকা-৩টি	নারায়ণগঞ্জ ১টি	শিবু মার্কেট
		গাজীপুর-২টি	কোনাবাড়ী চৌরাস্তা, রাজেন্দ্রপুর
২	চট্টগ্রাম -৫টি	চট্টগ্রাম ২টি	ভাটিয়ারী, হালিশহর
		কুমিল্লা ৩টি	দেবিদ্বার,ব্রাম্মণপাড়া, নাঙ্গালকোট
৩	রাজশাহী-২টি	নাটোর-১টি	নলডাঙ্গা
		পাবনা-১টি	ভাঙ্গুড়া
৪	বরিশাল -২টি	বরিশাল ১টি	আগৈলঝাড়া
		পটুয়াখালী ১টি	দুমকি
৫	সিলেট -২টি	সিলেট-২টি	সিলেট সদর, বালাগঞ্জ

- ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা;
- টেবিল 'ঘ'-এ বর্ণিত ফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।
- খাগড়াছড়িতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি সংক্রান্ত সমস্যাটি অতি দ্রুত সমাধান করা।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি ৪ ধারা নোটিশ ইস্যু করার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

মহাপরিচালক,ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

ঙ.	**স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন;** ● গ্যাপ এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টার সমূহে ফায়ার স্টেশন চালুর লক্ষ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।	● ময়মনসিংহ বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি জেলায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২. চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩. আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪. কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫. পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬. শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা ৭. মিলন বাজার, মদন ৮. আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯. বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০. দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১. ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর-এ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা ; ● ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

<u>গ কারা অধিদপ্তর :</u>

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**কারাগার পরিদর্শন:** জানুয়ারি, ২০২০-এ ২টি কারাগার এবং কারা উপ মহাপরিদর্শক কর্তৃক ১২টি কারাগার, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক ২৩টি কারাগার, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৬১টি কারাগার পরিদর্শন করা হয়েছে।	● নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা। ● নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সাপ্তাহিক/পাক্ষিক ভিত্তিতে সূচি প্রণয়ন করা। ● কারাগার পরিদর্শনের তালিকা কারা মহাপরিদর্শক বরাবর প্রেরণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
গ.	**কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান :** ● ১৬.০৯.২০-এ কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা ৭৯,৮৫৫ জন। তন্মধ্যে, কারাগারের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদি/হাজতি বন্দিদের আগস্ট, ২০২০-এ ১ম পাক্ষিক অনুসারে ৭৭ জন বন্দি চিকিৎসাধীন রয়েছে। ● কারা মহাপরিদর্শক সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জনকে সঙ্গে নিয়ে জানুয়ারি, ২০২০-এ গাজীপুর জেলা কারাগার এবং ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এ মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগার পরিদর্শন করেন।	● দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অতি গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; ● বাহির হাসপাতালে অবস্থানরত বন্দিদেরকে কঠোর নজরদারির আওতায় আনা। ● সিভিল সার্জনকে সংগে নিয়ে কারাগার আকস্মিক ভিজিট অব্যাহত রাখা; পরিদর্শনের সময় সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	**কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করা :** ৬৮টি কারাগারের মধ্যে ৫৯টি কারাগারে মাদকাসক্ত নিরাময় ইউনিট চালু করা হয়েছে।	● মাদকাসক্ত বন্দিদের মাঝে মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে/নিরাময়ের জন্য কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখা;	কারা মহাপরিদর্শক /কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	**কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন;** ● ৩৪টি কারাগারে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন লাগানো হয়েছে। আরও ১৩টি কারাগারে ডাবল ফেইজ লাইন চালু করার জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান আছে। অপর ২১টি কারাগারে শীঘ্রই ডাবল ফেইজ লাগানোর জন্য ব্যবস্থা করা হবে।	● অবশিষ্ট কারাগারসমূহে ডাবল ফেইস বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

চ.	**কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ :** • খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের প্রস্তাব প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্রসহ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি বরাবরে দাখিল করা হয়। খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি কারাগারের অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলা নং-০৪/সদর/১৫ এর ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খাগড়াছড়ি কারা কর্তৃপক্ষ ১৮.১১.২০১৮ তারিখ পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে পত্র প্রেরণ করেছেন।	• খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ রাখা। • মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারকে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	বিভাগীয় কমিশনার,চট্টগ্রাম, সিলেট/ কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
চ.	**কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ:** • **কারা অধিদপ্তর :** খাদ্যের মান নিশ্চিত করা হচ্ছে মর্মে সকল বিভাগীয় কারা উপ মহাপরিদর্শক এর নিকট হতে আগস্ট, ২০২০ এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** সকালের নাস্তায় কয়েদি প্রতিজন ১২০ গ্রাম আটা এবং হাজতি প্রতিজন ৯০ গ্রাম আটার রুটি ও প্রত্যেক বন্দিকে ১৫০ গ্রাম সবজি সপ্তাহে ৪ দিন, ২দিন খিচুড়ি ও ১ দিন হালুয়া ও রুটি প্রদান করা হয়।	• নিয়মিত মনিটরিং করা • কারা ক্যান্টিনসমূহের মূল্য তালিকা ও খাবারের মানের উপর নজরদারি আরো জোরদার করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ছ.	**কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন:** • ৬টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ ও শরীয়তপুর) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। • এ বিভাগ হতে ২৪.৮.১৭ তারিখে এর মাধ্যমে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়েরের জন্য সংশ্লিষ্ট ২৪টি কারাগারকে অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সুনামগঞ্জ, গাজীপুর, মেহেরপুর ও নড়াইল কারাগারের জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভূক্ত হয়েছে। অপরাপর কারাগারের জন্য দেওয়ানী মামলা দায়েরের কাজ চলছে।	• কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন এর জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলাসমূহ জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদারকিপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • ৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। এসকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
জ.	**অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার;** **কারা অধিদপ্তর :** • মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। • সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন কারাগার) এর জমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহামান্য আদালতের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। • নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।	• চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে মামলা, শরীয়তপুর জেলা কারাগারের ৩০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্তে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত লিভ টু আপিল মামলা, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লিজ	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

	• উক্ত জমির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী** : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের চারপাশে আরসিসি সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। তবে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা চলমান থাকায় আরপি গেইট হতে সম্মুখভাগের কাজ বন্ধ আছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট** : ০২.০১.২০২০ গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র জেল সুপার, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার বরাবর সভার কার্যবিবরণীটি প্রেরণ করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম** : জেল সুপার, নোয়াখালী জেলা কারাগারকে নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। • **বিভাগীয় কমিশনার, রংপুরঃ** রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ০.৪১ একর জমি রংপুর সেনানিবাস কর্তৃক এবং ০.৫৯ একর জমি রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্তে মহামান্য হাই কোর্টে রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	
ঞ.	**এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;** • মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের কয়েক শতাংশ জমির মালিকানা সংক্রান্তে স্থানীয় আদালতে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ চলমান রয়েছে।	• মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঞ.	**কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ;**	• কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • কারাগারে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি এবং গুরুত্বর অপরাধীদের আদালতে আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা অবলম্বন করা। • যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ট.	**গাড়ি রিকুইজিশনের আওতাবহির্ভূত রাখা**	• কারা বিভাগের গাড়ি রিকুইজিশনের আওতাবহির্ভূত রাখার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
ঠ.	**কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান** • **কারা অধিদপ্তর** : বর্তমানে ১২২ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন। অবশিষ্ট ডাক্তার পদায়ন করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৮.০৬.২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	• কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসকের স্বল্পতা হেতু কোন কারাবন্দির চিকিৎসা প্রদানে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে জন্য জরুরি চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালসমূহে কর্মরত ডাক্তারগণের মধ্য হতে কারাগারের জন্য ডাক্তার সুনির্দিষ্ট করে দেয়া।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার

	• **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** মৌলভীবাজার জেলায় সিভিল সার্জন কর্তৃক ১ জন ডাক্তারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সুনামগঞ্জ জেলা কারাগারে ১ জন সহকারী সার্জন এবং ১ জন ফার্মাসিস্ট এর পদ শূন্য রয়েছে বিধায় সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের একজন ডিপ্লোমা নার্স বন্দিদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন।		
ড	**কারাগারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচারণা** **কারা অধিদপ্তর :** ২০০৯ সাল হতে বর্তমান অবধি কারাগারে যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সে সকল কার্যক্রমের বর্ণনা তুলে ধরার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কারা অধিদপ্তরে ৯৬ স্কয়ার ফিট ২টি এলইডি ডিসপ্লে স্থাপন করা হয়েছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম প্রদর্শন করা হচ্ছে। ২৩.১২.১৯-এর মাধ্যমে বর্ণিত সিদ্ধান্তের অনুলিপি সকল কারাগারের প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	• ২০০৯ সাল হতে বর্তমান অবধি কারাগারে যে সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সে সকল কার্যক্রমের বর্ণনা তুলেধরে কারাগারসমূহের সম্মুখে বিলবোর্ড স্থাপন করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ঢ	**কারাগার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ** : • ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কারাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিরলক্ষ্যে ১০০ জন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বন্দি ব্যারাক নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।	• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিদর্শন করা এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক তা নিয়মিত তত্ত্বাবধান করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ণ.	• **নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের ন্যায় অন্যান্য কারাগারেও অনুরূপ উৎপাদনমুখি কার্যক্রম চালুকরণ** • **কারা অধিদপ্তর :** নারায়নগঞ্জ জেলা কারাগারে স্থাপিত রিজিলিয়ান্স' নামক গার্মেন্টস কারখানা ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্রের অনুরুপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ গার্মেন্টস কারখানার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। দেশের অন্যান্য কারাগারগুলোতে এরূপ গার্মেন্টস কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।	• কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে 'রিজিলিয়ান্স-নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র' এর অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক উদ্যোগ গ্রহণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ:**	• পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্চিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা। • ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কেউ যেন পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের হয়রানি না করতে পারে সে দিকে বিশেষ নজর রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
খ.	**পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন:**	• পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডভুক্ত করে আলোচনা করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা; • মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল

গ.	**পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ:** • ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পে ১৭টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলায় (ঝিনাইদহ, মাগুরা, রাজবাড়ী, সাতক্ষীরা, বরগুনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, জামালপুর, নওগাঁ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ ও মাদারীপুর) পাসপোর্ট অফিস নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০(দশ)টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (ঝিনাইদহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলা, মাগুরা, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, রাজবাড়ী, বরগুনা, সাতক্ষীরা ও জামালপুর) শুভ উদ্বোধন করেছেন। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বাগেরহাট ও শরিয়তপুরের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নারায়ণগঞ্জ এর সমস্ত ভবনের ফিনিশিং এর কাজ চলছে। ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শেষ করার লক্ষ্যে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাজীপুরকে ১৬টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। • **আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইল :** আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইল-এর জমির দখল নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছ	• ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে চলমান ৭টি পাসপোর্ট অফিসের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে বিভাগীয় জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইলের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা দ্রুত নিরসনপূর্বক নির্মাণকাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্নের জন্য জেলা প্রশাসক, নড়াইলকে বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা কর্তৃক যথাপোযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চুয়াডাঙ্গা প্রয়োজনীয় জমির মালিকানা হস্তান্তরের ব্যাপারে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গাকে বিভাগীয়, কমিশনার খুলনা কর্তৃক উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার জন্য জমির মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধাকে বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • সুবিধাজনক জায়গায় কুড়িগ্রাম জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রামকে নির্দেশনা প্রদান করা; • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁওকে নির্দেশনা প্রদান করা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	• **মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন :** • মিয়ানমার থেকে আগত নাগরিকদের নিবন্ধন করার জন্য ৯৬টি ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হলেও বর্তমানে ২টি সাব-স্টেশন চালু রয়েছে। এছাড়া নিবন্ধনে বাদ পড়া পূর্বের রোহিঙ্গা নাগরিকের রেজিস্ট্রেশন এখান থেকে করা হচ্ছে।	• মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মো: শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।